কালের কণ্ঠ

তারিখ 5 JUN 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ

ছাত্রীনিবাসে নিম্নমানের খাবার সার্বক্ষণিক ডাক্তার নেই

মো. জহিরুল ইসলাম ▷

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের আবাসিক হলগুলোতে খাবারের মান ভালো নয়। অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসাসেবাও ঠিকমতো পাওয়া যায় না। আবাসিক সুবিধাটুকু আছে শুধু। খাওয়া-চিকিৎসায় ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে হাজারখানেক ছাত্রীকে।

ক্যান্টিনে দেওয়া খাবার পরিমাণে পর্যাপ্ত নয়। আর ক্যাফেতে নোংরা পরিবেশে খাবার তৈরি করা হয়। মানহীন খাবার খেয়ে প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ে ছাত্রীরা।

কলেজের তিনটি ছাত্রীনিবাস ও প্রিন্সিপাল কোয়ার্টারের দুটি রুমে প্রায় ৭০০ ছাত্রী থাকে। রাজনৈতিক রুমগুলোতে কতজন করে ছাত্রী থাকে এর হিসাব নেই কারো কাছে।

সরেজমিন পরিদর্শনের সময় দেখা গেছে, ক্যান্টিনে ডিম ১৫ টাকা, ভাত পাঁচ টাকা, ভর্তা/ভাজি ১০ টাকা, মাছ ২৫ টাকা ও মাংসের দাম ২৫ টাকা রাখা হচ্ছে। শিঙাড়া পাঁচ টাকা, সমুচা পাঁচ টাকা আর রোল ১৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আর ক্যাফেতে ভর্তা/ভাজি পাঁচ টাকা, ভাত পাঁচ টাকা, মাছ ২০ টাকা, মাংস ২৫ টাকা ও ডিম ১৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

শিক্ষার্থীরা জানিয়েছে, মানের বিচারে ক্যান্টিন কিছু এগিয়ে থাকলেও খাবার পরিমাণে কম দেওয়া হয়; অনেক সময় পাওয়া যায় না। ছাত্রীনিবাসের বেশির ভাগ ফ্লোরে মাত্র দুটি করে গ্যাসের চুলা রয়েছে, রান্নার জন্য সিরিয়াল দিয়ে রাখতে হয়। অনেক সময় এ নিয়ে ঝগড়াও হয়। খাবার পানি নিয়েও বিপাকে পড়তে হয়। সব সময় পানি পাওয়া যায় না।

নিশাত নামের এক ছাত্রী বলেন, 'ক্যাফের খাবার অস্বাস্থ্যকর। আর ক্যান্টিনে খাবার পরিমাণে কম দেওয়া হয়। রান্না করে খাওয়ার ব্যবস্থাও জটিল।'

'শনি, সোম আর বুধবার ডাক্তার বসেন। ডাক্তার দেখাতে হলে এই তিন দিন অসুস্থ হতে হবে। কিন্তু রুটিন করে অসুস্থ হওয়া কী করে সম্ভব!'

জানা গেছে, মানহীন খাবার আর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে প্রায় সব সময় ১৫-২০ জন ছাত্রী অসুস্থ থাকে। কিন্তু আবাসিক ছাত্রীদের জন্য সার্বক্ষণিক চিকিৎসক নেই।

তিন দিন আগে অসুস্থতা কাটিয়ে ওঠা এক ছাত্রী বলেন, 'আমার রাত ১১টার দিকে হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে ফেলার মতো অবস্থা হয়। ছাত্রীনিবাসের প্রধানকে খবর দেওয়া হয়। তিনি আসতে আসতে আমার অবস্থার আরো অবনতি হচ্ছিল। বাইরে যাওয়াও সম্ভব হচ্ছিল না। সারা রাত কষ্ট সয়ে সকালে ডাক্তারের কাছে যাই।'

এ বিষয়ে ২ নম্বর ছাত্রীনিবাসের প্রধান মোফাস্‌সারা সুলতানা রত্না বলেন, 'কেউ অসুস্থ হলে ডাক্তার থাকলে দেখে। বেশির ভাগ মেয়ে রাত ১১-১২টার দিকে অসুস্থ হয়। তখন আমরা স্থানীয় ডাক্তার দেখাই, পরে ওনার পরামর্শে হাসপাতালে পাঠানো হয়।'

ছাত্রীরা জানিয়েছে, সপ্তাহে তিন দিন সন্ধ্যায় এক ঘণ্টার জন্য বসেন একজন ডাক্তার। ফাতেমা নামের এক ছাত্রী বলেন, 'শনি, সোম আর বুধবার ডাক্তার বসেন। ডাক্তার দেখাতে হলে এই তিন দিন অসুস্থ হতে হবে। কিন্তু রুটিন করে অসুস্থ হওয়া কী করে সম্ভব!' তিনি বলেন, 'অসুস্থ হলে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা পাওয়া যায় না। সার্বক্ষণিক মেডিক্যাল সুবিধার ব্যবস্থা করা খুব জরুরি।'

অধ্যক্ষ ফাতিমা সুরাইয়া বলেন, 'এত শিক্ষার্থীর চিকিৎসার জন্য সব সময় ডাক্তার রাখা সম্ভব নয়। কোনো কলেজেই নেই। একজন চিকিৎসক সপ্তাহে তিন দিন দুই ঘণ্টা করে কলেজে বসেন। এক মাসের মধ্যে আরো একজন ডাক্তার নেওয়ার চেষ্টা করছি।' তিনি বলেন, 'ক্যান্টিনের খাওয়ার মান ভালো, তাই দাম একটু বেশি। ক্যাফেতে একটু সমস্যা হচ্ছে। পরিবেশ ঠিক করা আর খাবারের মান ঠিক করার বিষয়টি দেখব।'

এ প্রতিবেদকের সঙ্গে যারা কথা বলেছে তারা কেউ বিভাগ বা বর্ষ উল্লেখ করেনি, পুরো নামও প্রকাশ করেনি। এ বিষয়ে তাদের বক্তব্য, কলেজের সমস্যার বিষয়ে স্বনামে বা বিভাগের পরিচয়ে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বললে পরে ভাইভায় নম্বর কম দেওয়া হয়। বকাঝকা করা হয়, বাসায় অভিভাবকদের জানানো হয়। এ জন্যই তারা পুরো নাম বা বিভাগ বা বর্ষ উল্লেখ করেনি।

পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং........................
তারিখ........................
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর